তারিখ 12 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

দৈনিক
আমাদের সময়

শিক্ষা চিকিৎসা নিরাপদ পানি থেকে বঞ্চিত বস্তির শিশুরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শহরাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা বাড়লেও শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপদ পানির ব্যবহারসহ সব সামাজিকসেবা থেকেই বঞ্চিত বস্তির শিশুরা। এখনো আগের মতোই বাল্যবিয়ের শিকার হচ্ছে তারা। এ ছাড়া তারা জন্মের সময় প্রশিক্ষিত ধাত্রী সুবিধাও একেবারেই কম পাচ্ছে।

বস্তিতে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সেই প্রতি তিনজনের একজনের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ২০ থেকে ৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের প্রায় ৬০ শতাংশ ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে করেছেন। শহর এলাকায় ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের ১৩ শতাংশই কোনো না কোনো ধরনের শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে সিটি করপোরেশনের বস্তি এলাকায় বাস করা ২৩ শতাংশ শিশু কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। বস্তির বাইরে এর হার ১২ শতাংশ। এ হিসাবে বস্তিতে শিশুশ্রমের হার প্রায় দ্বিগুণ। এসব তথ্য উঠে এসেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপে।

বিবিএসের জরিপ

গতকাল রোববার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'দ্য চাইল্ড ওয়েল-বিং সার্ভে' (সিডব্লিউএস) শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বিবিএস।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বস্তির শিশুদের বড় একটি অংশ ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে বাধ্য হচ্ছে। এ কারণে বস্তিতে বসবাস করা শিশুদের শারীরিক বিকাশও ঘটছে না উল্লেখযোগ্য হারে।

জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের সহায়তায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এ সময় বক্তব্য রাখেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কেএম মোজাম্মেল হক, স্থানীয়

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ২

শিক্ষা চিকিৎসা নিরাপদ পানি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক, ইউনিসেফের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক জিন গফ, ইউনিসেফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি অ্যাডওয়ার্ড বেগবেদার প্রমুখ। জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন বিবিএসের উপপরিচালক একেএম আশরাফুল হক।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শহর এলাকায় ২৬ দশমিক ৩ শতাংশ শিশুর উচ্চতা বয়সের তুলনায় কম। তবে বস্তি এলাকায় শিশুদের খর্বাকৃতির হার ৪০ শতাংশ। বয়সের তুলনায় বস্তির শিশুদের ওজনও প্রত্যাশিত হারে বাড়ছে না।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সিটি করপোরেশন এলাকার বস্তিতে বাস করা শিশুদের ৩১ শতাংশের ওজন বয়সের তুলনায় কম। একই এলাকায় বস্তির বাইরে থাকা শিশুদের মধ্যে এর হার ১৮ শতাংশ। সব মিলে শহরে বাস করা ২১ শতাংশ শিশুর ওজন বয়সের তুলনায় কম।

এই দুটি সূচকে সিলেট বিভাগের শিশুরা সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে আছে বলে জরিপে উঠে এসেছে। ফলাফলে বলা হয়েছে, সিলেট বিভাগের ৩৬ শতাংশ শিশুর উচ্চতা বয়সের তুলনায় কম। একই এলাকায় ২৬ শতাংশ শিশুর ওজন বয়সের তুলনায় কম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে সরকার যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এসব কর্মসূচির ফলে দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনে অনুকরণীয় অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের নেওয়া কর্মসূচির ফলে বস্তিতে বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৮৪ ভাগ শিশু শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, দেশের শহরগুলোতে জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। ২০০১ সালে সারা দেশে ৩ কোটি ২০ লাখ মানুষ নগরে বাস করলেও ২০১৫ সালে এ সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ৫ কোটি ৫০ লাখে। জীবিকার তাগিদেই গ্রাম থেকে শহরের দিকে জনস্রোত শুরু হয়েছে। তবে শহরবাসীর মধ্যেও ৫৭ লাখ মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ।

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, বস্তিবাসী শিশুরাও সমাজের অংশ। সমাজে এখনো অনেক সমস্যা রয়েছে। বর্তমান সরকার এসব সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ইউনিসেফের সহায়তায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে জরিপটি পরিচালনা করা হয়। জরিপ পরিচালনায় ৭৫টি বিষয়ে ২০ হাজার ১৩৪টি পরিবার থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বলা হয়েছে, শহর এলাকায় ৬৫ শতাংশ শিশুর জন্ম হয় দক্ষ ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে। তবে বস্তি এলাকায় এ সুযোগ পেয়ে থাকেন ৫৬ শতাংশ প্রসূতি। আর বস্তির বাইরে দক্ষ ধাত্রীর সেবা নেওয়ার হার ৭৪ শতাংশ। সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ মা ধাত্রী সুবিধা পেয়ে থাকেন খুলনা বিভাগে। আর সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ মা দক্ষ ধাত্রী সুবিধা পাচ্ছেন সিলেট বিভাগে।

সিটি করপোরেশনের বস্তি এলাকায় মাত্র ১৯ শতাংশ শিশু উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা পাচ্ছে। আর বস্তির বাইরে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় রয়েছে ৬৭ শতাংশ শিশু। সব মিলে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় রয়েছে শহর এলাকার ৫১ ভাগ শিশু। ৪৭ শতাংশ শিশুকে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা দিয়ে সারা দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে ঢাকা বিভাগ। আর বরিশাল বিভাগে সর্বোচ্চ ৮১ শতাংশ শিশু এ সুবিধা পাচ্ছে।

নগর এলাকায় ৮৬ শতাংশ শিশু প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, বস্তি এলাকায় ৭ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের ৬৯ শতাংশ স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বস্তির বাইরে প্রাথমিক স্কুলে শিশু ভর্তির হার ৯০ শতাংশ। ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের স্কুল গমনের হার ৬৩ শতাংশ। এ বয়সে স্কুলবঞ্চিত শিশুদের হার বাইরের তুলনায় বস্তিতে দ্বিগুণ।